দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 15 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

108

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষা সংকট

প্রাথমিক শিক্ষা সংকট নতুন কোন ব্যাপার নয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে সমস্যার স্তূপে ভরে গেছে। আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, শিক্ষক ইত্যাদির অপ্রতুলতা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। এরকম খবরও বিচিত্র কিছু নয়। আবার আকাশ কালো হলেই ছুটির ঘন্টা বাজে, এরকম সংবাদও দৈনিকগুলোতে চোখে পড়ে। যে শিশুরা একদিন দেশের ভবিষ্যৎ হবে, দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বড়ো হয়ে সেই শিশুরাই যদি শিক্ষার আলো থেকে শুরুতেই বঞ্চিত হয়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। দেশের কারিগরতো এ শিশুরাই। অনেক স্কুলে আবার মাটিতে বসে লেখাপড়া করার খবরও পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায় না।

এ ধরনের একটি সংবাদ সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে। নাটোর জেলায় উল্লেখিত বিষয়ের অভাবে ৬টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। যে সংবাদটি সবচেয়ে চোখে পড়ে তা হচ্ছে জেলায় ৪০৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৩ জন প্রধান শিক্ষকসহ ৬৮ জন শিক্ষকের পদ খালি। অপরদিকে ৭৫টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ না

হওয়ায় শিক্ষা সংকট বাড়ছে প্রতিনিয়ত। রাউজান উপজেলায় ১৪৭টি সরকারী ও ৭টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশতেই লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। অনেক স্কুলে মাটিতে বসে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করতে হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় যে সব স্কুলের ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে গেছে তা মেরামতের কোন পদক্ষেপ অদ্যাবধি নেয়া হয়নি অধিকাংশ স্কুলে। বন্যার সময় স্কুলগুলোর বেশীর ভাগই বৃষ্টির পানিতে ভরে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে উপরোক্ত সমস্যাগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা। এসব সমস্যার আদৌ সমাধান হবে কি?

—মোহাম্মদ ওমর ফারুক